দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JAN 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

উপজেলা পরিক্রমা

গোসাইর হাট

শরীয়তপুর, ১০ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— পুরা কাহিনীর অধ্যুষিত এলাকা। অনেকের মতে এখানে বৌদ্ধ শাসন আমলে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। বিশ্বের অন্যতম আর্য়ুবেদীয় প্রতিষ্ঠান "সাধনার" প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রী যোগেশ চন্দ্র ঘোষের জন্মস্থান। গোসাইর হাট শরীয়তপুর জেলার ১৮ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। এর সর্বদক্ষিণে বরিশাল জেলা। ৭টি ইউনিয়ন, ৮২টি মৌজা এবং ১শ' ৫৯টি গ্রাম নিয়ে গঠিত এ উপজেলার আয়তন ৫৫ বর্গমাইল। উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৯৮ হাজার ১শ' ৯৮ জন। তন্মধ্যে ৪৭ হাজার ১শ' ২৫ পুরুষ ও ৫১ হাজার ৫৩ জন মহিলা।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

এ উপজেলায় কোন পাকা রাস্তা নেই। ৩ কিঃমিঃ আধাপাকা। কাঁচা রাস্তাগুলো বর্ষা মওসুমে চলাচলে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে অন্যান্য ইউনিয়নগুলোর সাথে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

জেলা সদরের সাথে কোন সুষ্ঠু যোগাযোগ নেই। এখানে একটি লঞ্চ স্টেশন রয়েছে। রাজধানীর সাথে লঞ্চ যোগাযোগ থাকলেও মেঘনায় চর জাগায় শুষ্ক মওসুমে তাও বিঘ্ন ঘটে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

এ উপজেলায় ৩টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১টি সরকারী হাসপাতাল রয়েছে। হাসপাতালটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। উল্লেখিত সবগুলো কেন্দ্রেই ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীর সংকট রয়েছে।

কৃষি ব্যবস্থা

কৃষি গোসাইর হাটবাসীর জীবিকার অন্যতম অবলম্বন। উপজেলায় মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২৯,৫০০ একর, এর মধ্যে দোফসলী ১৪,০০০ একর, তিন ফসলী ৪,৫০০ একর এবং অনাবাদী ১০,১১৪ একর। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, পাট, মরিচ, পান, গোলআলু ইত্যাদি প্রধান। এখানে বিদ্যুৎচালিত কোন নলকূপ না থাকায় কৃষকরা সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিদ্যুৎ

কেবলমাত্র উপজেলা সদরে বিদ্যুৎ আছে। কয়েকটি ইউনিয়নকে বিদ্যুতায়িত করার পরিকল্পনা নিলেও তা আজো বাস্তবায়িত হয়নি।

অন্যান্য

উপজেলায় সমবায় সমিতি ৬৩টি, টিউবওয়েল ৭০০টি, হাটবাজার ১৭টি, মৌজা ৮২টি, গ্রাম ১৫৯টি, সিনেমা হল ১টি, খাদ্যগুদাম ৫টি, দুস্থমাতা কেন্দ্র ৭টি। গম ও চাউলের কল ৩৩টি, বাঁশ ও বেতের শিল্প ৫৮টি, পুকুর ২৭০টি, ব্যাংক ৬টি ও পুল ১১৮টি।